লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

নগরায়নের সমস্যা

মোঃ হাসিবুর রহমান *

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রাচীনকালে নগর গড়ে উঠতো শাসকদের শাসনকার্যের প্রাণ-কেন্দ্ররূপে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা রাজধানী নামে পরিচিত হতো। শাসকদের প্রয়োজনে নগরে বিলাস সামগ্রীর সমাহারসহ সর্বপ্রকার বিনোদনের যেমন সমাহার ঘটতো, তেমনি প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ বাজার, দোকানপাট, দালান-কোঠা রাস্তাঘাট ও রাজকর্মচারীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকতো। গ্রীসের এথেন্স নগরী, মিশরের কায়রো নগরী, ইরাকের বাগদাদ নগরী, ভারতের দিল্লী নগরী এভাবে রাজধানী নগর হিসেবে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বিত্তশালীদের বাণিজ্য ও প্রমোদের জন্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন নগরী। তবে সেখানেও শাসকদের কর্মচারীগণের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল। শিল্প বিপ্লবের পরে নগরী স্থাপনের ধারণায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে। কাঁচা-মালের সহজ প্রাপ্তি, শিল্প স্থাপনের উপযোগিতা, যোগাযোগ ও বাজারজাতকরণের সুবিধা এবং শ্রমিক কর্মচারীদের আবাস নির্মাণের সুযোগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন নগরী।

১.২ ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরীসমূহ, যেমন মহেনজোদারো, হরপ্পা, অজন্তা, ইলোরা, প্রভৃতি নগরী মূলত রাজধানী রূপেই গড়ে ওঠে। মোঘল ও ইংরেজ আমলে শাসন-কার্যের সুবিধা অনুযায়ী শাসকবৃন্দ দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাঞ্জাব, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা প্রভৃতি নগরী গড়ে তোলে। রাজকর্মচারীদের প্রয়োজন ও বিনোদনের সকল সামগ্রী দ্বারা এসব নগরী সাজানো হয় এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিটি নগরীতে একটি করে দূর্গ গড়ে তোলা হয়।

১.৩ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারতবর্ষে শাসনকার্যের প্রয়োজনে নগরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটানো হয়। প্রদেশ, বিভাগ ও জেলা রূপে গঠিত প্রতিটি শহরকে নগরীর রূপ দানের চেষ্টা করা হয়। গড়ে ওঠে দালান-কোঠা ও রাস্তা-ঘাট। স্থাপন করা হয় বাজার ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা। রেলপথসহ বিদ্যুত সুবিধা প্রদান করে বিত্তশালীদের পাশাপাশি চাকরিজীবী ও শ্রমিকদেরকে আকর্ষণ করা হয় নগরীর প্রতি।

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২.০ নগরায়নের বিস্তৃতি

২১. নগরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি প্রধানত শাসকবর্গের সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা ও শাসন ব্যবস্থাকে নিরাপদ করার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হলেও ভারতবর্ষে নগরের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তেমন একটা বৃদ্ধি পায়নি। তাই বৃটিশের হিসাবমতে ১৯০১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত নগরে বসবাসকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ২-৩ শতাংশ ছিল। ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই হার মাত্র ৪ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯০১ সালে অবিভক্ত বাংলা রাজ্যে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সহ শহরের সংখ্যা ছিল ৫০টি।

২.২ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মোট ২৪টি শহরের অস্তিত্ব দেখা যায়। শহরের অধিবাসীর হার ছিল শতকরা ৪ ভাগেরও কম। ১৯৬১ সাল থেকে এই হার কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এই হারের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

একটি সারণীর মাধ্যমে বাংলাদেশের নগরায়ণ প্রবণতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখানো হলো ঃ

১৯০১ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শহর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

সময় কাল	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা হারে)	শহর এলাকায় বৃদ্ধির হার (শতকরা হারে)
১৯০১-১৯১১	০.৮৭	১.৩৯
১৯১১-১৯২১	০.৫৩	০.৮৩
১৯২১-১৯৩১	০.৬৮	১.০০
১৯৩১-১৯৪১	১.৬৫	৩.৫৯
১৯৪১-১৯৫১	০.০০	১.৬৮
১৯৫১-১৯৬১	১.৯২	৩.৭২
১৯৬১-১৯৭৪	২.৬৫	৬.৭০
১৯৭৪-১৯৮১	২.৩৬	১১.০০
১৯৮১-১৯৯১	২.০৬	১৯.০

সূত্র ঃ পারসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ : ১৯৯৪

বাংলাদেশে শহর এলাকা বৃদ্ধির হার ১৯৬১, ১৯৭৪, ১৯৮১ এবং ১৯৯১ সনে যথাক্রমে ৬.৭%, ৯%, ১৩% এবং ২০%।

২.৩ ১৯৮১ সালের আদম শুমারীকালে শহর বা আরবান সেন্টার এর একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় এবং কোন একটি গুচ্ছ এলাকায় লোকসংখ্যা ৫ হাজার হলে তাকে শহর হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই হিসেব মতে বাংলাদেশে ৪৯২টি এলাকাকে শহর

হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। ফলে ১৯৬১ সালের তুলনায় শহর সংখ্যার বৃদ্ধির হার ঘটে শতকরা ১৫ ভাগ, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক গুণ বেশী।

৩.০ নগরায়ন ও নগরবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

৩.১ মাইগ্রেশন বা অভিগমনের প্রধান দুটি কারণ সমাজবিজ্ঞানীগণ নির্ধারণ করেন। একটি Pull Factor অপরটি Push Factor, Pull Factor-এ নগরের জৌলুষ ও জীবন যাত্রার মান গ্রামীণ অধিবাসীকে হাতছানী দিয়ে শহরের দিকে টেনে নেয়। আর Push Factor এ বলা হয় যে, গ্রামীণ অধিবাসী নিতান্ত বাঁচার তাগিদে এবং জীবিকা অর্জনের অপ্রতুলতাসহ অন্যান্য অসুবিধার কারণে গ্রাম ছেড়ে শহরে অভিগমন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে Pull Factor ততটা কার্যকর নয়, কিন্তু Push Factor ক্রমাগত এত শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে, ১৯৮১ সালের তুলনায় ১৯৯১ সালে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

৩.২ নগর অভিগমনের প্রবণতা ১৯৯১ সালের পরে আরও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী চাপ সহ্য করতে হচ্ছে রাজধানী শহর ঢাকা-কে। ১৯৯১ সালে ঢাকা মহানগরীতে ৬০লক্ষ লোকের অবস্থিতি গণনা করা হয়। ১৯৯৭ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮০লক্ষ ছড়িয়ে গেছে। ডেইলী ইন্ডিপেন্ডেন্স পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার হার বর্তমানের ন্যায় বজায় থাকলে ২০১৫ সালে তা প্রায় ২কোটিতে উন্নীত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। আর তখন এই মহানগরী পৃথিবীর নবম বৃহত্তম মহানগরীরূপে পরিগণিত হবে।

৪.০ বাংলাদেশে নগরায়নের কারণসমূহ

৪.১ বাংলাদেশে নগরায়ন তথা দ্রুতগতিতে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রমাগতভাবে মানুষের শহরাঞ্চলে অভিগমনই প্রধান। আর অভিগমনের মূলে Push Factor শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই কার্যকর রয়েছে। অভিগমন ছাড়া নগরায়নের অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে, ১৯৮৩-৮৪সালে সৃষ্ট উপজেলা ব্যবস্থা, উচ্চ শিক্ষা ও চাকরি লাভের সুযোগ, স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা সুবিধা প্রভৃতি।

৪.২ নগরায়নের সবচেয়ে বড় কারণ গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের পেছনে যে সমস্ত কারণ বিদ্যমান, সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

ক) ভূমিহীনের সংখ্যাবৃদ্ধিঃ বাংলাদেশে ক্রমাগতভাবে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকের মতে বর্তমানে ভূমিহীন জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ। এই বিপুল জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকার্জনের কোন উপায় গ্রামাঞ্চলে খুঁজে পাচ্ছে না। তাই তারা দলে দলে নিকটবর্তী শহরাঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে আশ্রয় নিচ্ছে। রাজধানী হিসেবে ঢাকা মহানগরীতে এই আশ্রয় গ্রহণের হার সর্বাধিক।

খ) কর্ম সংস্থানের অভাব ঃ গ্রামাঞ্চলে ক্রমাগতভাবে কর্ম সংস্থানের অভাব দেখা দিচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্য বিত্তের জন্য চাকরি, এবং বিত্তহীনদের জন্য শ্রম বিক্রির তেমন কোন সুযোগ গ্রামাঞ্চলে নেই। অল্প শিক্ষিত থেকে আরম্ভ করে উচ্চ শিক্ষিতদের সকলকেই চাকরির সন্ধানে ছুটে আসতে হয় শহরাঞ্চলে। চাকরি পেলে তার চাকরিস্থল হয়ে দাঁড়ায় শহরাঞ্চল। ফলে শহরের প্রতি তাদেরকে ধাবমান হতে হচ্ছে।

গ) গ্রাম্য মহাজন ও টাউটদের অত্যাচারঃ গ্রাম্য মহাজন ও টাউটদের অত্যাচার গ্রামাঞ্চলে এত বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে যে উচ্চ বিত্ত, মধ্যবিত্ত সবাইকে আশ্রয় নিতে হচ্ছে শহরাঞ্চলে। পূর্বের তুলনায় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এখন অত্যন্ত প্রসারিত। অনেকে তাই গ্রামে বাড়ী রেখেও শহরে বাড়ী বানাচ্ছে। তারা গ্রাম্য মহাজন, পাতি-নেতা, টাউট প্রভৃতির জ্বালাতন থেকে বেঁচে নির্বিবাদে জীবন যাপনের জন্য শহরে ধাবিত হচ্ছে।

ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগের অভাব ঃ গ্রামাঞ্চলে এখন বলতে গেলে তেমন কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ নেই। সমস্ত সুযোগ এসে পুঞ্জিভূত হয়েছে শহরাঞ্চলে। তাই শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল গ্রামীণ ব্যবসায়ী শহরে থেকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করছে। গ্রামাঞ্চলের হাটে বেচা-কেনা কম এবং দ্রব্যাদি সংরক্ষণ সুবিধার অভাবের কারণে ব্যবসায়ীরা গ্রামে তাদের ব্যবসা চালানোর বেলায় শহরকে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছে।

ঙ) যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবঃ গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনকালের গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা এবং মাথায় করে মালামাল স্থানান্তর ছাড়া তেমন কোন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু শহরাঞ্চলে পাকা রাস্তাসহ বাস, ট্রাক, লঞ্চ, ষ্টিমার, রেলগাড়ী প্রভৃতির প্রাচুর্য রয়েছে। এতে সময় ও অর্থ দু'য়েরই সাশ্রয় ঘটে। সেজন্য মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করে এসব সুবিধা পেতে চায়।

চ) বিদ্যুত, গ্যাস ও পানীয় জলের অভাব ঃ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত নেই, গ্যাসের তো প্রশ্নই ওঠেনা। পানীয় জল প্রাপ্তির জন্যও মানুষকে খুব বেশী কষ্ট পেতে হয়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকের জন্য এ সব সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। জ্বালানীর অভাবসহ খরা মৌসুমে পানীয় জল প্রাপ্তি তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ। তাই তারা শহরাঞ্চলে ধাবিত ও বসবাসে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ছ) বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগে আক্রান্ত ঃ নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস এবং বন্যা এদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের জলোচ্ছাস, এবং ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের মহা প্লাবনের ফলে আক্রান্ত এলাকাসমূহের অধিবাসীগণ শহরাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অনেকেই পূর্বে বিত্তশালী ছিল। যাদের অনেকেই

এখন সহায়-সম্বল এমনকি আশ্রয়হীন। তাই তাদেরকে শহরে আসতে বাধ্য করেছে তাদের ভাগ্য।

জ) চিকিৎসা সুবিধার অভাব ঃ সরকার যদিও ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি করে সরকারী চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা রেখেছে, তবু সেখানে চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তি অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। প্রাক্তন উপজেলা, বর্তমানে থানা পর্যায়ে একটি করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রয়েছে এবং শল্য চিকিৎসাসহ অন্যান্য চিকিৎসা প্রাপ্তির কিছু সুযোগ সেখানে বিদ্যমান। তাই গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সুবিধার অভাবে রোগীসহ আত্মীয় পরিজনকে থানা, জেলা অথবা রাজধানী শহরে চিকিৎসা লাভের জন্য আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

ঝ) উচ্চ শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য-প্রশিক্ষণ গ্রহণের অভাব ঃ গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিকসহ উচ্চতর শিক্ষাসুযোগ প্রধানত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা লাভের সকল সুযোগই শহরাঞ্চলে বিদ্যমান। তাই শহরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া এসব ক্ষেত্রে গত্যন্তর থাকে না।

৫.০ নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

৫.১ যেহেতু অতীতে সৃষ্ট বেশীরভাগ শহরই অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ছিল। সেহেতু অতিরিক্ত জনসংখ্যারভারে বর্তমানে শহরাঞ্চলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ সমস্যা কেবল বাংলাদেশেই বিদ্যমান, একথা ভাবা ভুল হবে। পৃথিবী ব্যাপী নগরায়নের সমস্যা ক্রমাগত তীব্রতর হয়েছে এবং হচ্ছে।

ইংল্যান্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে হঠাৎ করে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিল্প নগরীগুলোর কদর্যতায় ক্ষিপ্ত হয়ে এ, হার্ডওয়ার্ড তাঁর "Garden Cities for Tomorrow" গ্রন্থে আধুনিক পরিকল্পিত নগরীর গুরুত্ব এবং রূপরেখা বর্ণনা করেন। তাঁর মতামতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পরিকল্পিত নগরী গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। আমেরিকায় তখন 'সিটি বিউটি' আন্দোলনের মাধ্যমে শিকাগো শহরে সুরম্য নগর গড়ে ওঠে। ফ্রান্সেও অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং প্যারিস নগরীকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়।

৫.২ বিংশ শতাব্দীতে কতিপয় দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা 'ওয়েলফেয়ার সিটি' আন্দোলন আরম্ভ করে এবং নগরগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সাজায়। ১৯৭০ এর দশকে একজন বৃটিশ মন্ত্রী চীনের সাংহাই নগরী ভ্রমণ করে মন্তব্য করেন যে, "পৃথিবীর বৃহত্তম শহর সাংহাই একজন সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্য কলকাতা, লন্ডন, এমনকি নিউইয়র্কের চাইতেও শ্রেয়।" বৃটিশ প্ল্যানার রবিন হাসান ১৯৭৫ সালে চীনের নগর পরিকল্পনাকে 'সার্থক পরিকল্পনা' বলে অভিহিত করেন।

৫.৩ বাংলাদেশের প্রতিটি মহানগরীতে যদিও একটি করে "উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" নামক সংস্থা সৃষ্টি করে নগর পরিকল্পনা ও নগর উন্নয়নের প্রচেষ্টা রাখা হয়েছে, তবুও

এদেশে প্রায় প্রতিটি শহর এলাকা অপরিকল্পিত। স্বাভাবিক কারণে সবগুলো শহরেই কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্যা বিরাজমান। নিম্নে প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ আলোচিত হলো ঃ

ক) অপরিকল্পিত আবাসিক ব্যবস্থা ঃ যত্রতত্র পরিকল্পনাবিহীন ভাবে গড়ে উঠা আবাসিক এলাকা, দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট, শপিং সেন্টার এবং কল কারখানার সমাবেশ এক অদ্ভুত সমস্যা সংকুল নগরায়নের প্রমাণ দিয়েছে এদেশে। তাই ঢাকা মহানগরীতে (বনানী ও গুলশান এলাকা ছাড়া) ট্যানারী, নির্মাণ কারখানা, কসাইখানা এবং আবাসিক এলাকা একত্রে অবস্থান করছে। এতে নগরস্বাস্থ্যসহ মানব-স্বাস্থ্যও বিপন্ন হচ্ছে।

খ) অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও পয়:প্রণালী ঃ যত্রতত্র বাড়ী-ঘর সৃষ্টির ফলে রাস্তা-ঘাট সরু ও আঁকা-বাঁকা হয়েছে। অনেক শহরের একটি এলাকা থেকে অপর এলাকায় যাওয়ার রাস্তা বহুদূর ঘুরে তৈরী হয়েছে। ফলে রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার ভীড়ে যাতায়াত ব্যবস্থা বিঘ্নিত, বিপদসংকুল ও সময় অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশীর ভাগ নগরীতে জলাবদ্ধতা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পয়:প্রণালী ব্যবস্থা আরও করুণ। উপচেপড়া ড্রেন শুধু লজ্জাই দেয়না, কষ্টও দেয়।

গ) বস্তি সমস্যা ঃ প্রায় প্রতিটি শহরে ছিন্নমূল মানুষের ভীড়ে বস্তি সমস্যা এদেশে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কোন শহর বাংলাদেশে নেই যেখানে বস্তি সমস্যা প্রকট নয়। এতে শহরের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়েছে, জন স্বাস্থ্যও মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন।

ঘ) বিশুদ্ধ ও মুক্ত বায়ুর অভাব ঃ অজস্র যানবাহনের কালো ধোঁয়া কার্বন-ডাই অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্যাসের সৃষ্টি করে বায়ু দুষিত করে তুলেছে। মুক্ত বায়ুর অভাব কেবল তীব্র হচ্ছে না, বহুবিধ রোগেরও জন্ম দিচ্ছে। তাছাড়া, অধিক হারে গাছ পালা কেটে বাড়ী ঘর, দালান-কোঠা নির্মাণ করায় অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ছে। মানুষের জীবন ধারণ অসহনীয় হয়ে উঠছে। পরিবেশ দুষণের যাবতীয় উপকরণ বর্তমানে শহরাঞ্চলে বিদ্যমান।

ঙ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত ঃ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, কর্মের অভাব, জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের উপায়হীনতা শহরাঞ্চলে সৃষ্টি করছে নানা দুষ্কর্মের সমারোহ। তাই প্রতিনিয়ত চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, হাইজ্যাক, পকেটমারী ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশী ব্যবস্থা নেই। থাকলেও তা দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত নয়। এছাড়া, বিপথগামী যুবকদের নিকট আর কোন পেশা বা জীবন-নির্বাহের পথ না থাকায় তারা এসব ক্ষেত্রে অধিকহারে নিয়োজিত হচ্ছে।

চ) মাদকদ্রব্য সেবন প্রবণতা ঃ এটি বিপথগামী যুবক-যুবতী সহ বহুসংখ্যক মানুষের প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বহুবিধ মাদকদ্রব্য প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়। তাছাড়া সামাজিক অনুশাসনের ফলে মাদকসেবীদের সংখ্যাও সেখানে বেশী নয়। শহরাঞ্চলে সহজপ্রাপ্যতা এবং অসৎসঙ্গ যেমন মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, তেমনি সামাজিক অনুশাসনহীনতার ফলে তা রোধ করাও সম্ভব হচ্ছে না।

ছ) পতিতাবৃত্তি ও ছদ্মবেশী পতিতালয় বৃদ্ধি ঃ এই পেশাটি পৃথিবীর সকল দেশে নগরায়নের ফলেই প্রধানত সৃষ্টি হয়েছিল। এখনও তা অনেক দেশের শহরাঞ্চলে বিদ্যমান। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রধানত দারিদ্র্য ও কর্ম সংস্থানের অভাবে এর সৃষ্টি। তাছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যধিক অর্থ ও আয়ের আকাঙ্ক্ষা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রায় ৩ লক্ষ মহিলা এই শিল্পে জড়িত। এদের স্বল্প মজুরী এবং আবাসিক সমস্যার ফলে ছদ্মবেশী পতিতালয় সৃষ্টি হচ্ছে। উপরন্তু, তরুণী ও যুবতী মহিলারাই মূলত পোষাক শিল্পে কর্মরত হওয়ায় তাদেরকে প্রলোভিত করে পতিতাবৃত্তির প্রসার ঘটাচ্ছে একশ্রেণীর মানুষ।

জ) অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা ঃ গ্রামাঞ্চলের ন্যায় টাটকা ও বিশুদ্ধ খাবার শহরাঞ্চলে প্রায় দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। সর্বত্র ভেজাল ও বাসী দ্রব্যের সমাহার। এসব রোধের সরকারি ব্যবস্থা তেমন কার্যকর নয়। ফলে দূরারোগ্য ব্যাধিসহ অপুষ্টির শিকার হচ্ছে শহরাঞ্চলের মানুষ। নগরায়নের কুফলের মধ্যে এই সমস্যাটি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলে সর্বাধিক বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

ঝ) দূর্ঘটনা ঃ যানবাহনসহ কলকারখানা এবং বিদ্যুত, গ্যাস প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট নানাবিধ দূর্ঘটনা বাংলাদেশে অত্যন্ত তীব্র। বেপরোয়া গাড়ী চালনা এবং ট্রাফিক আইনের অকার্যকারিতা এর পেছনে দায়ী। তাছাড়া অপরিকল্পিত রাস্তা-ঘাটও বহুলাংশে এসব সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। বিদ্যুতের অবৈধ লাইন নেওয়া এবং গ্যাস ব্যবহারে অসতর্কতাও বহুবিধ দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে থাকে।

ঞ) অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্ট দুর্নীতি ঃ শহরাঞ্চলে চলে অবাধ প্রতিযোগিতা। আর্থিক অর্জনের ক্ষেত্রে এরূপ অবাধ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে দুর্নীতির উন্মাদনা। অনেক অপচয়ের জন্মদেয় এরূপ অবাধ প্রতিযোগিতা। এতে শুধু ব্যক্তি চরিত্রই নষ্ট হয় না, সমাজের সার্বিক অবনতির জন্ম দেয়।

ট) অপরাধ ও কিশোর অপরাধ ঃ শহরে কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকেনা। তাই জন্ম নেয় বহুবিধ অপরাধ প্রবণতা। কিশোর অপরাধীদের সংখ্যাও গ্রামের তুলনায় শহরে বহুগুণ বেশী। এগুলোর পেছনেও প্রতিযোগিতার মনোভাব, হতাশা, কর্মহীনতা এবং মানসিক ক্লান্তি কাজ করে থাকে।

ঠ) সুষ্ঠু বিনোদনের অভাব ঃ শহরাঞ্চলে সকলেই ব্যস্ত জীবন যাপন করে। ফলে চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী করে অনুভূত হয়। কিন্তু চিত্ত বিনোদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও সেরূপ সুযোগ খুবই কম থাকে। পর্যাপ্ত পার্ক, খোলা জায়গা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, অবসর কাটানোর বিশুদ্ধ পথ শহরে তেমন একটা পাওয়া যায় না। এমনকি গল্প-গুজরেব জন্য সঙ্গী পাওয়াও দুষ্কর হয়। ফলে চিত্ত বিনোদনের অভাব মানুষকে অবসন্ন, বিষন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

এছাড়া পর্যাপ্ত শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, কর্মসংস্থান ইত্যাদির অভাব নগরায়নের অন্যতম সমস্যা হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে বিদ্যমান।

৬.০ নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ দূরীকরণে কতিপয় সুপারিশ

৬.১ Gopal Bhargava কর্তৃক সম্পাদিত "Urban Problems and policy " নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে,

" Urbnaization and technoligical transformation are two key processes of development if properly directed: otherwise social diosorder will come. This will help adopt comprehensive policy framework in regard to urban land, housing, transformation and balanced urban and regional development with a perspective of tomorrow."

উন্নয়নের প্রয়োজনেই নগরায়ন প্রক্রিয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়ন একটি দেশের জন্য আশীর্বাদ বিবেচিত না হয়ে অভিশাপ বলে বিবেচিত হয়। তাই পরিকল্পিত নগরায়ন প্রক্রিয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে সুযোগ সুবিধার বিস্তৃতি ঘটিয়ে নগরায়নের দূরন্ত বেগকে প্রশমিত করা।

৬.২ গ্রামাঞ্চলে কতিপয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

গ্রাম এলাকায় রাস্তা, ওভারব্রীজ, কালভার্ট, গার্মেন্টস শিল্প নির্মাণ করে রুজি রোজগারের তথা কর্ম সংস্থানের পথ করে দিতে হবে (শাসনতন্ত্রের ১৬ অনুচ্ছেদ)। বাস, ট্রাক, ইটখোলা, দোকান পাটের মালিকানা গ্রাম এলাকার লোকের মধ্যেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। গ্রামে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করতে হবে। সিনেমা হল, খেলার মাঠ প্রভৃতি সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। বেকারদের জন্য হাঁস-মুরগী গবাদি পশু, মৎস খামার প্রভৃতির ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান, আয় এবং পরিণত বয়সে বিয়ে করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রাম্য যুবকদের মনে নির্মল আনন্দ দান করে নৈরাশ্য দূর করতে হবে এবং কাজের স্থান সৃষ্টি করে ভবঘুরে পাগল হওয়া থেকে বাঁচাতে হবে। পার্ট টাইম কাজের ব্যবস্থা ও সেশন জটের অবসান ঘটাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের পর কারিগরী শিক্ষা দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে তাদের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৩ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের নগরমূখী অভিগমনের মাধ্যমে নগরায়নের বিস্তৃতি চূড়ান্তভাবে রোধ করা কখনই সম্ভব হবে না। তাই নগরজীবনকে পরিকল্পিত ও উন্নততর করে দুঃসহ সমস্যাসমূহের অবসান যতটা সম্ভব ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ এখানে পেশ করা হলো ঃ

ক) প্রতিটি শহরের রাস্তাঘাট, পয়:প্রণালীর উন্নতি ঘটাতে হবে। ওয়ান-ওয়ে রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে ট্রাফিক জ্যাম কমাতে হবে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও ড্রেন উপচে পড়া রোধ করতে হবে।

খ) আবাসিক, অফিস-আদালত ও শিল্প কারখানার জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারণ করে দিতে হবে। এতে আবাসিক এলাকায় শান্তি রক্ষা এবং শিল্প-কারখানার গতিময়তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

গ) অধিক কল-কারখানা স্থাপনের জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণকে ব্যক্তি মালিকানায় কল-কারখানা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ফলে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, বেকারত্ব হ্রাস পাবে, অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে।

ঘ) পরিবেশ দুষণ রোধের জন্য বেশী করে গাছপালা রোপণ, যানবাহনের ফিটনেস কঠোরভাবে চেক করে দুষিত বায়ু নির্গমন রোধ করতে হবে।

ঙ) মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করে পতিতাবৃত্তি বন্ধকরণ এবং তাদের জীবন ও জীবিকার সম্মানজনক পথ করে দিতে হবে।

চ) সেশনজট কমিয়ে এবং অসুস্থ ছাত্র রাজনীতি হ্রাস করে যুবকদেরকে কর্মক্ষম ও সুন্দরজীবন সৃষ্টির পথ করে দিতে হবে।

ছ) চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রতিটি এলাকায় বড়দের ও শিশুদের জন্য পার্ক নির্মাণ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত মিলনায়তনসহ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। এ বিষয়ে নগর কর্তৃপক্ষ এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর সার্বিক অবদান রাখতে পারে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) প্রতিটি মহল্লায় সরকারী উদ্যোগে পাঠাগর স্থাপন করে অবসর সময় কাটানো ও জ্ঞানচর্চায় সকলকে আগ্রহী করতে হবে। এর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিযোগিতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের সবক'টি সরকারী কলেজে অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। যাতে যুবকদের উচ্চশিক্ষার মানসিকতা বাধাগ্রস্ত না হয়। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ঞ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশী ব্যবস্থার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা না গেলে নগরায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হয়ে যাবে।

ট) মাদকদ্রব্য বিক্রি ও সেবন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং অমাণ্যকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

ঠ) চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করতে হবে। দরিদ্রদের জন্য সরকারী হাসপাতাল-গুলোকে অধিকতর কার্যকর করে তুলতে হবে।

ঙ। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এগুলোর অপচয় ও অবৈধ সংযোগ রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) মহল্লায় মহল্লায়, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন ও পরিচিতির নৈকট্য সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে বহু ছোট-খাটো অপরাধ ও মনোমালিণ্য সমঝোতা ও শালিসের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হবে।

ন) সর্বোপরি সকল প্রকার সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, মাস্তানী দূর করার ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে নগর জীবন কলুষ মুক্ত হবে, নগরায়ন প্রক্রিয়া সার্থকতা লাভ করবে।

৭.০ উপসংহার

৭.১ নগারায়নের ফলে সৃস্ট সামাজিক বন্ধন ও আন্তরিকতাহীন পরিবেশ দেখে জনৈক কবি অত্যন্ত মর্মপীড়ায় লিখেছিলেন "দাও ফিরিয়ে সেই অরণ্য, লও হে নগর"।

৭.২ নগরায়নের ফলে যদি মানুষগুলো যন্ত্র বনে যায়, মানবতা যদি কেঁদে ফেরে, সবাই যদি একক সত্তা হিসেবে পৃথক পৃথক জীবন যাপন করে, তাহলে মানবজীবন মরুময় হয়ে ওঠে। বর্তমান নগরায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং সমস্ত দেশে তা সরবরাহের কেন্দ্রবিন্দুরূপে দায়িত্ব পালন। অবশ্য প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও তার দায়িত্ব অপরিসীম। অথচ নগরসমূহে বাসবাসকৃত মানুষগুলা যদি উন্নত জীবন যাপনের ন্যূনতম সুযোগ না পায়, তাহলে তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যাবে। তখন 'অরণ্যে' বাস করা সত্যি সত্যিই উত্তম বিবেচিত হবে। উন্নয়নশীল দেশ সমূহে আজ রাতারাতি পরিকল্পিত নগরায়ন আরম্ভ হয়েছে। বাংলাদেশের সময় নেই নগরসমূহকে সমস্যায় নিমজ্জিত রেখে নগরায়নের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত করে ক্রমাগত পশ্চাদপদতার উদাহরণ সৃষ্টি করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার।

গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো *'আদম শুমারীর প্রাথমিক রিপোর্ট'* ৯ই জুলাই, ১৯৯১

২। বাংলাদেম পরিসংখ্যান ব্যুরো *'আদম শুমারী, ১৯৮১*, প্রকাশ-১৯৮৩।

৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো *'পরিসংখ্যান বর্ষ-গ্রন্থ'* ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪৩

৪। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার *'বাংলাদেশের সংবিধান'* ১৯৭২।

৫। Bhargava, Gopal (ed). *"Urban problems and policy perspective"* Sakti Malik Abhinav Publications, New Delhi.

৬। Bangladesh Urban Studies *"Urbanizatias : Today's Thinking"* Dhaka-1990